গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিপ্র-০৭ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.most.gov.bd

স্মারক নং: ৩৯.০০.০০০০.০০০.০১২.০২.০০১১.২৪.১০৫

তারিখ: ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ / ১৭ মে ২০২৫

বিষয়: বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত ২০২৫)।

ভূমিকা:

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন সকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সরকার এ সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা আরও গতিশীল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

১.০। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:

এ নীতিমালা "বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত ২০২৫)" নামে অভিহিত হবে।

২.০। সংজ্ঞা: বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়:

২.১। বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনা/উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন/বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনকারী বিশ্ববিদ্যালয়/বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞানসেবী সংস্থাকে বুঝাবে। এ ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

২.২। 'সিম্পোজিয়াম' বলতে একাধিক বক্তা কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা সভাকে বুঝাবে;

২.৩। 'সেমিনার' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনার বুঝাবে;

২.৪। 'কর্মশালা' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা বুঝাবে;

২.৫। 'জার্নাল' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রকাশনাকে বুঝাবে;

২.৬। 'প্রদর্শনী' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কোনো প্রদর্শনীকে বুঝাবে;

২.৭। 'মাস' বলতে অর্থবছরের যেকোনো মাস বুঝাবে;

২.৮। 'বছর' বলতে অর্থবছর বুঝাবে;

২.৯। 'বিভাগ' বলতে বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগকে বুঝাবে;

৩.০। আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে যে সকল শর্ত পালন করতে হবে:

৩.১। অনুদান প্রাপ্তির জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকা কর্তৃক ইস্যুকৃত হালনাগাদ নিবন্ধন সনদ থাকতে হবে;

৩.২। বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যালয় থাকতে হবে;

৩.৩। প্রত্যেক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রতি অর্থবছরে নিয়মিত প্রকাশনা, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা বা প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পর্কে তথ্যাদি পেশ করতে হবে;

৩.৪। সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে;

৩.৫। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের প্রমাণাদি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে;

৩.৬। সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আয়ের উৎস থাকতে হবে;

৩.৭। আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব থাকতে হবে এবং বিগত এক বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে;

৩.৮। প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করতে হবে;

৩.৯। সরকারিসহ অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদানের হিসাবও লিপিবদ্ধ থাকতে হবে;

৩.১০। ইতঃপূর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে কোনো অনুদান প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তার ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে।

৪.০। প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা:

৪.১। অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থে কোনো অবস্থাতেই উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কোনো প্রকার যন্ত্রপাতি বা অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে পারবে না;

৪.২। কোনো অবস্থাতেই উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি/সম্মানী প্রদান এবং অফিস পরিচালনার জন্য অনুদানের অর্থ ব্যয় করা যাবে না;

৪.৩। প্রাপ্ত অনুদান সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী/প্রকাশনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যয় করতে হবে;

৪.৪। অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ নির্দিষ্ট অর্থবছরের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অব্যয়িত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ দিতে হবে।

৫.০। আবেদন বাছাই ও অনুদান বরাদ্দ কমিটি:

আর্থিক অনুদান বরাদ্দের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি গঠিত হবে:

(১) অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় -সভাপতি
(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)-সদস্য
(৩) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -সদস্য
(৪) অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি -সদস্য
(৫) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -সদস্য
(৬) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, সংশ্লিষ্ট শাখা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় -সদস্য সচিব

৬.০। অনুদান প্রদানের পদ্ধতি:

৬.১। প্রতি অর্থবছরের শুরুতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ১(এক)টি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং ১(এক)টি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে কমপক্ষে ১ (এক) মাসের সময় প্রদান করে আবেদন আহ্বান করতে হবে;

৬.২। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির জবাবে আগ্রহী বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে;

৬.৩। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে;

৬.৪। অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুদানের জন্য বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;

৬.৫। একই বিষয়ে একাধিক বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান আবেদন করলে অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে:

৬.৫.১। যে সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর কাজের পরিধি অধিক ও কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক;

৬.৫.২। যে সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর সদস্য সংখ্যা/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা অধিক;

৬.৫.৩। যে সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ইতঃপূর্বে কোনো সরকারী অনুদান পায়নি, সে সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান;

৬.৬। কোন বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এক অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা যাবে;

৬.৭। বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকাসমূহকে বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজ্ঞান সম্প্রসারণের স্বার্থ বিশেষভাবে বিবেচনা করে অনুদান প্রদান করা হবে;

৬.৮। কোনো প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্ত অর্থের সন্তোষজনক ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারলে সে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে অনুদান প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হবে;

৬.৯। প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম/বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী সম্পাদন শেষে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে;

৭.০। অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন:

৭.১। অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে;

৭.২। পরিদর্শনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কিংবা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন;

৭.৩। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে;

৭.৪। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ বছরান্তে অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় মূল্যায়ন করা হবে;

৭.৫। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে অনুদান বরাদ্দ কমিটি অনুদানের অর্থ বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে পারবে।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সিনিয়র সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়